## তৃতীয় অধ্যায়
# জাগতিক-মনার পরামর্শ

***খ্রীষ্টিয়ান*** একাই পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখতে পেল, দূরে মাঠের বিপরীত দিক থেকে একজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে; খানিক পরে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হল। এই ভদ্রলোকের নাম ***জাগতিক-মনা***; তার বসতি ***মাংসিক-ভাব*** নামক নগরে, জায়গাটা নেহাত ছোট নয়, ***খ্রীষ্টিয়ানের*** বাসস্থান ***ধ্বংস-নগরের*** খুব কাছেই তার অবস্থান। ***খ্রীষ্টিয়ানের*** পথ চলার এই কষ্ট, দীর্ঘনিঃশ্বাস, কোঁকানি দেখে-শুনে, লোকটা কে হতে পারে, *জাগতিক-মনা* তা আন্দাজ করতে পারল। কেননা ***খ্রীষ্টিয়ান*** যে ***ধ্বংস-নগর*** ছেড়ে চলে গেছে, এ কথা কেবল তার নিজের নগরেই নয়, পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। তাই ***জাগতিক-মনা, খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে কথা শুরু করে দিল।

**জাগতিক-মনা**— আচ্ছা ভাই, এমন দায়গ্রস্ত ভাবে কোথায় যাচ্ছ, বল তো?

**খ্রীষ্টিয়ান**— দায়গ্রস্ত তো বটেই, মনে হয় আমার মত দায়গ্রস্ত আর কেউ নেই! আর কোথায় যাচ্ছি? ঐ যে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে সামনে, ওখানে যাচ্ছি। শুনেছি, ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে এই ভারি বোঝার দায়মুক্ত হতে পারব।

**জাগতিক-মনা**— তোমার স্ত্রী-ছেলেপুলে আছে?

**খ্রীষ্টিয়ান**— তা আছে; কিন্তু পিঠে এই ভারি বোঝা থাকাতে তাদের নিয়ে আর আগেকার মত আনন্দ হয় না। মনে হয়, 'আমার বলে' এ জগতে আর কেউ নেই (১করিন্থীয় ৭:২৯-৩১)।

**জাগতিক-মনা**— তোমাকে যদি দু-একটা পরামর্শ দিই, শুনবে?

**খ্রীষ্টিয়ান**— সুপরামর্শ হলে নিশ্চয়ই শুনব। আমার তো এখন সুপরামর্শ দরকার।

**জাগতিক-মনা**— তবে আমার পরামর্শ এই, যত শিগ্‌গির এই বোঝাটা দূর হয়, সেই চেষ্টা তোমার আগে করা উচিত। এ আপদটা বিদায় না হলে তোমার মন কোনমতে সুস্থির হবে না, আর *ঈশ্বর* যা কিছু দান করেছেন, সে সব আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতেও পারবে না।

**খ্রীষ্টিয়ান**— এই বোঝা থেকেই তো আমি রেহাই পেতে চাই; কিন্তু নিজে শত চেষ্টা করেও পারিনি। আর দেশেও এমন কেউ নেই, যে আমার পিঠ থেকে এটা সরিয়ে দিতে পারে। এই পথে গেলে বোঝা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, শুনেই তো এই পথে চলেছি।

**জাগতিক-মনা**— এ পরামর্শ তোমাকে কে দিল?

**খ্রীষ্টিয়ান**— ***সুসমাচার প্রচারক*** নামে এক ভদ্রলোক দিয়েছিলেন, তাঁকে দেখলে মহৎ লোক

বলে মনে হয়, এবং শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

**জাগতিক-মনা**— কী অন্যায়! সে যে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, এমন সর্বনেশে ও কষ্টের পথ এ জগতে আর দ্বিতীয়টা নেই। তার পরামর্শ মত চললে শেষে টের পাবে। — টের তো ইতিমধ্যেই কিছুটা পেয়ে গেছ দেখছি। ঐ তো তোমার সারা শরীরে ***নিরাশা-পাঁকের*** কাদা লেগে রয়েছে; যারা এই পথে যায়, এই পাঁকেই তাদের দুঃখের আরম্ভ হয়। আমার কথা শোন। তোমার থেকে আমার বয়স অনেক বেশি; তাই বলি বাপু, যে পথে পা দিয়েছ, এ পথে কেবল ক্লান্তি, মনঃকষ্ট, বিপদ, অন্নবস্ত্রের কষ্ট, খড়্গ, সিংহ, কালসর্প, অন্ধকার, এমনকি, মৃত্যুও রয়েছে। এ অতি সত্যি কথা, তার অনেক প্রমাণও আছে। অচেনা লোকের কথায় কেন নির্বোধের মত সর্বনাশ ঘটাবে?

**খ্রীষ্টিয়ান**— কিন্তু মশায়, আমার পিঠে যে বোঝা দেখছেন, এ বড় ভয়ানক বোঝা; আপনি যেসব বিপদের কথা বললেন, তার থেকেও ভয়ানক। — যে ব্যক্তি পাপের জঘন্যতা টের পেয়েছে, সে জানে, তা জগতের সব থেকে কষ্টকর অবস্থা হতেও ভয়ানক। — তাই, এই পথে গেলে শেষে যদি এই বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তা হলে, পথে যেমন কষ্টই হোক না কেন, আমি ভয় করি না।

**জাগতিক-মনা**— এ বোঝা তোমার পিঠে চাপল কি করে?

**খ্রীষ্টিয়ান**— আমার হাতে এই যে বই (পবিত্র বাইবেল) দেখছেন, এই বই পড়েই চেপেছে।

**জাগতিক-মনা**— আমিও তা-ই ভেবেছিলাম; বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গেলে এই দশাই হয়। অনেক নির্বোধ, বুদ্ধির অগম্য কাজে হাত দিতে গিয়ে, শেষে মনঃকষ্ট পায়; তোমারও তাই হয়েছে। যখন মনঃকষ্ট প্রবল হয়ে ওঠে, মানুষের তখন আর দুর্দশার অন্ত থাকে না। শুধু তাই নয়, যার বিন্দু-বিসর্গ জানে না, এমন বস্তু লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে ভয়ানক বিপদে পড়ে।

**খ্রীষ্টিয়ান**— কিন্তু মশায়, আমি যা চাই তা জানি;— এই ভারি বোঝা থেকে রেহাই পেতে চাই।

**জাগতিক-মনা**— বেশ, তবে মন দিয়ে আমার কথা শোন। যে পথে কোন বিপদ নেই, — যে আরাম খুঁজছ, অনায়াসে যে পথে তা পেতে পার, — এমন পথ থাকতে এই বিপদ-জনক পথে মরতে এসেছ কেন? আমার কথা মত চললে তাড়াতাড়ি এ বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারবে, বিপদের পরিবর্তে লাভ করতে পারবে নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ।

**খ্রীষ্টিয়ান**— দয়া করে সব কথা খুলে বলবেন?

**জাগতিক-মনা**— তবে শোন, ঐ যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, ওর নাম ***নীতি; ব্যবস্থা-অনুগত*** নামে একজন লোক ওখানে বাস করেন। তিনি অতি দক্ষ ও নামকরা লোক। তিনি সুকৌশলে তোমার পিঠের বোঝার মত বোঝা নামিয়ে দেন। আমি জানি, এভাবে তিনি অনেকের মঙ্গল করেছেন। তা ছাড়া, বোঝার ভারে যাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, তিনি তাদেরও

স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন। তাঁর কাছে গেলেই উপকার পাবে। তাঁর বাড়ি ঐ তো দেখা যাচ্ছে, দূরত্ব খুব বেশি হলে এক মাইল হবে। যদি তিনি বাড়ি না থাকেন, ***শিষ্টাচার*** নামে তাঁর এক পুত্র আছেন, তিনিও সুপুরুষ; পিতার মত তিনিও তোমার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন। ওখানে গেলেই তোমার ভারি বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তার পরে, যদি তোমার মন পুরোন বাড়িতে (ধবংস-নগরে) ফিরে যেতে না চায়, এবং আমার মনে হয়, না যাওয়াই ভাল; তোমার স্ত্রী-পুত্রদের বরং আনিয়ে এ গ্রামে বাস করতে পার, যথেষ্ট জায়গা পড়ে আছে, ন্যায্য খাজনা দিলে খানিকটা জমি পেয়ে যাবে। এখানকার জিনিসপত্রও ভাল আর সস্তা; তা ছাড়া, পাঁচ ঘর সজ্জন লোকের মধ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে, আবার সুনামও হবে। — এ কথার সারমর্ম এই — বাইবেল বলে, কেবল ***খ্রীষ্ট যীশুর*** সাধিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের মোচন হয়; আমাদের তাঁর উপর আস্থা রাখতে হবে বা তাঁর শিষ্য হতে হবে। সেই জন্য ***সুসমাচার প্রচারক, খ্রীষ্টিয়ানকে*** বলেছিলেন, "ঐ ছোট দরজায় যেতে হবে, সেই দরজা হল ***খ্রীষ্ট যীশু*** (যোহন ১৪:৬; ১০:৯)। কিন্তু অনেকে বলে, প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই, সৎ চরিত্র হওয়া চাই। ঈশ্বরের বিধানের অনুগত হতে হবে, তা পালন করার চেষ্টা করতে হবে। তা হলে ***'নীতি'*** দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে। আবার ঈশ্বরের আজ্ঞা যথার্থরূপে পালন না করলেও ***'শিষ্টাচার'*** দ্বারা পরিত্রাণ হতে পারে। এটা সহজ, এতে ক্লেশ ভোগ করতে হবে না, জাগতিক ভাবধারা ছাড়তে হবে না; কিন্তু যীশুর শিষ্য হলে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

এ সব কথা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ান*** খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবল, তাই তো, এখন কী করি! ভদ্রলোকের কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো সেই অনুসারে চলাই আমার ভাল। তার পর জিজ্ঞেস করল, "মশায়, ভদ্রলোকের বাড়ি কোন্ পথে যাওয়া যায়?

**জাগতিক-মনা**— সামনে

ঐ উঁচু পাহাড় দেখছ?

**খ্রীষ্টিয়ান**— হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

**জাগতিক-মনা**— ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে গেলে প্রথমে যে বাড়িটা পাবে, সেটাই তাঁর।

সুতরাং, ***খ্রীষ্টিয়ান*** সহজে উপকার পাবার আশায় আগেকার পথ ছেড়ে *ব্যবস্থা-অনুগত* নামক লোকটার বাড়ির দিকে চলল। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে দেখল, বিরাট উঁচু পর্বত। আর যে পথটা উপরে উঠেছে, সেটা এমন খাড়া যে, ***খ্রীষ্টিয়ান*** ভয় পেয়ে গেল, পাছে পাহাড়টাই ধসে মাথায় পড়ে; তাই আর এগোতে সাহস না পেয়ে থমকে দাঁড়াল। কী করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না; আগেকার পথে চলার সময় বোঝাটা যত ভারি মনে হচ্ছিল, এ পথে এসে তা আরো বেশি ভারি মনে হতে লাগল। তা ছাড়া, পাহাড়ের উপর থেকে আগুনের হলকা আসতে লাগল; তাই পুড়ে মরার ভয় ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** পেয়ে বসল। সে ভয়ে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে ঘামতে ও কাঁপতে লাগল। (যাত্রাপুস্তক ১৯:১৬-১৮ এবং ইব্রীয় ১২:২১ দেখুন)। — ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সীনয় পর্বতে দত্ত হয়েছিল। সেই সময় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও বজ্রপাত হয়েছিল। এ সব ঈশ্বরের বিধানের ভয়ঙ্কর তার লক্ষণ; কারণ ব্যবস্থা বলে, "যে পাপ করবে, সে-ই মরবে" (যিহিষ্কেল ১৮:৪)। সুতরাং, ব্যবস্থা দ্বারা পাপীর পরিত্রাণ হতে পারে না; যে ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, সে বিনষ্ট হয়। ***জাগতিক-মনার*** কথা অনুসারে চলাতে তার অনুশোচনা হতে লাগল। এমন সময় সে দেখতে পেল, ***সুসমাচার প্রচারক*** তারই দিকে আসছেন। তাঁকে দেখে বেচারা ***খ্রীষ্টিয়ান*** লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ***সুসমাচার প্রচারক*** শেষে কাছে এসে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** দিকে অতি তীব্র ও শ্যেন- দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে?"

কি উত্তর দেবে, ভেবে না পেয়ে ***খ্রীষ্টিয়ান*** হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ***সুসমাচার প্রচারক*** আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকেই না ***ধ্বংস-নগরের*** প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম?"

**খ্রীষ্টিয়ান**— হ্যাঁ, আমাকেই দেখেছিলেন।

**সুসমাচার প্রচারক**— আর তোমাকেই না সেই ছোট দরজার পথ দেখিয়েছিলাম?

**খ্রীষ্টিয়ান**— হ্যাঁ।

**সুসমাচার প্রচারক**— এরই মধ্যে সেই পথ ছেড়ে বিপথে এসে পড়েছ?

**খ্রীষ্টিয়ান**— আজ্ঞে, ***নিরাশা-পাঁক*** পার হতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন, সামনের গ্রামে এক ভদ্রলোক থাকেন, তিনি তোমার পিঠের বোঝা খুব সহজে নামিয়ে দিতে পারবেন।

**সুসমাচার প্রচারক**— সে লোকটা কি রকম?

**খ্রীষ্টিয়ান**— দেখতে তো বেশ ভদ্র, তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করেছিলেন। তাঁরই কথা মত এখানে এসে পথের পাশের এই বিশাল পাহাড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভয় হচ্ছে, পাছে ওটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ে।

**সুসমাচার প্রচারক**— ভদ্রলোকের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল?

**খ্রীষ্টিয়ান**— আমি কোথায় যাচ্ছি, তিনি জানতে চাইলেন; আমিও উত্তর দিলাম।

**সুসমাচার প্রচারক**— তার পর?

**খ্রীষ্টিয়ান**— তিনি জানতে চান, স্ত্রী-পুত্র আছে কি না, আমি বলি, আছে। কিন্তু পিঠের এই বোঝাটা আমাকে এমন কাহিল করে দিয়েছে যে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে আর আগের মত ভাল লাগে না।

**সুসমাচার প্রচারক**— শুনে তিনি কী বললেন?

**খ্রীষ্টিয়ান**— তিনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই বোঝা থেকে রেহাই পেতে পরামর্শ

দেন। উত্তরে আমি বলি, "সেই চেষ্টাতেই তো আছি, এবং মুক্তি-স্থানে যাবার শিক্ষা নিতে ঐ দরজার দিকে যাচ্ছি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আমি তোমাকে এর থেকে ভাল ও সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি; এ পথে কষ্ট কম। আর এ পথে গেলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে; তিনি তোমার পিঠের বোঝা খুব সহজে নামিয়ে দিতে পারবেন। তাই, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বোঝার ভার থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় এই পথে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে সব দেখে-শুনে বিপদের আশঙ্কায় থমকে দাঁড়িয়েছি; এখন কী করব, ভেবে পাচ্ছি নে।

**সুসমাচার প্রচারক**— একটু দাঁড়াও, তোমাকে ***ঈশ্বরের বাক্য*** শোনাতে চাই।

লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। ***সুসমাচার প্রচারক*** বলতে লাগলেন, "সতর্ক হও, তাঁর ঘোষিত এই বাণী অগ্রাহ্য কোরো না। কারণ পৃথিবীতে যখন তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেই সময় তাঁর কথা যারা অমান্য করেছিল, তারা রক্ষা পায়নি; তা হলে স্বর্গ থেকে যিনি কথা বলেন, তাঁকে অগ্রাহ্য করলে আমাদের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কত কম" (ইব্রীয় ১২:২৫)। তিনি আরও বলেন, "আমার ধার্মিক দাস, বিশ্বাসের জোরেই বাঁচবে। যে ব্যক্তি এ পথ ত্যাগ করে চলে যাবে, আমি তাতে প্রীত হব না" (ইব্রীয় ১০: ৩৮)। তিনি বুঝিয়ে বললেন, "দেখ, তুমি তো নিজেই বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছ; যিনি মহান, তুমি তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছ।"

এ কথা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ান*** মড়ার মত তাঁর পদতলে পড়ে বলল, "হায় আমি মারা গেলাম!" তা দেখে ***সুসমাচার প্রচারক*** তার ডান হাত ধরে বললেন, "মানুষের সমস্ত পাপ ও ঈশ্বরনিন্দা ক্ষমা করা হবে" (মথি ১২: ৩১)। "সংশয় রেখো না মনে, বিশ্বাস কর" (যোহন ২০:২৭)। এ কথা শুনে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল; কিন্তু তবুও আগেকার মত কাঁপতে কাঁপতে ***সুসমাচার প্রচারকের*** সামনে উঠে দাঁড়াল।

তখন ***সুসমাচার প্রচারক*** বললেন, মন দিয়ে শোন, কে তোমাকে ভুলিয়েছিল, কার কাছেই বা পাঠিয়েছিল, সবই বলছি। যার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তার নাম ***জাগতিক-মনা;*** উপযুক্ত নাম বটে, একে তো সে জগৎ সম্বন্ধীয় উপদেশ ভালবাসে (১যোহন ৪:৫), — এই জন্য ***নীতি গ্রামের*** গির্জায় উপাসনা করতে যায়, — তার উপর সে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে আগ্রহী; কারণ তাতে ***খ্রীষ্টের*** ক্রুশপ্রযুক্ত তাড়না ভোগ করতে হয় না (গালাতীয় ৬:১২)। সে নিজে জাগতিক ভাবাপন্ন বলে, আমার প্রদর্শিত পথ সত্য হলেও তার বিরুদ্ধতা করে (প্রেরিত. ১৩:১০)। এখন ***জাগতিক-মনার*** পরামর্শের তিনটে বিষয় তোমার ঘৃণা করা উচিত —

১। তোমাকে ঠিক পথ থেকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা,

২। ক্রুশের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মাবার চেষ্টা ও

৩। তোমাকে মৃত্যু-রাজ্যের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা।

প্রথমত, সঠিক পথ থেকে তোমাকে বিপথে নিয়ে যেতে তার চেষ্টা ও তাতে তোমার সম্মতি, উভয়ই তোমার পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়;কারণ ***জাগতিক-মনার*** পরামর্শ শুনে তুমি ***ঈশ্বরের*** পরামর্শ অবহেলা করেছ। প্রভু বলেন, "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে প্রাণপণে চেষ্টা কর" (লুক ১৩:২৪)। যে ছোট দরজা তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, সেইটাই সঙ্কীর্ণ দ্বার, কেননা "জীবনে যাবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তা পায়" (মথি ৭:১৪)। এই ছোট দরজার পথ থেকে দুষ্ট ***জাগতিক-মনা*** তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় তোমার সর্বনাশ করেছিল। সুতরাং, সঠিক পথ থেকে সে তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল, তা খুবই ঘৃণার বিষয়;এবং তুমি যে তার পরামর্শ শুনেছিলে এ জন্য নিজেকেও অতি অপদার্থ মনে করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের ক্রুশকে তোমার কাছে সে অবজ্ঞার বিষয় করতে চেষ্টা করেছিল, সেই চেষ্টাকেও ঘৃণা করতে হবে;কেননা মিশরের সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে 'ক্রুশ' মনোনীত করা আবশ্যক। "পাপ কলুষিত পরিবেশে ক্ষণস্থায়ী সুখভোগ করার চেয়ে তিনি (মোশি) ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে নির্যাতন সহ্য করা শ্রেয় মনে করেছিলেন। মিশরের ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত জনের জন্য দুঃখ বরণ করা মহত্তর সম্পদ বিবেচনা করলেন। কারণ তিনি ভাবী পুরস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন।" (ইব্রীয় ১১:২৫, ২৬)। খ্রীষ্ট যীশু যেমন ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করেছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যগণেরও আত্মসেবা ত্যাগ করা আবশ্যক। তা ছাড়া, ***মহান রাজা*** তোমাকে বলে দিয়েছেন, "যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, সে তা হারাবে" (মথি ১৬:২৫), "আমার কাছে এসেও যদি কেউ তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, এমনকি, নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে না পারে, তা হলে, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না" (লুক ১৪:২৬)। তাই বলি, যিনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই ***ঈশ্বরের*** দেওয়া প্রমাণ অনুসারে "ক্রুশ" বাদ দিয়ে অনন্ত জীবন পাওয়া অসম্ভব; সেই ক্রুশকে যখন কেউ মৃত্যুজনক বলে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তবে সেই পরামর্শ অবশ্যই ঘৃণা করা কর্তব্য।

তৃতীয়ত, ***জাগতিক-মনা*** তোমাকে যে মৃত্যুর পথে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পথকেও ঘৃণা করতে হবে। সে তোমাকে যার কাছে পাঠিয়েছিল, সে কে;এবং তোমার বোঝা নামাবার ক্ষমতা তার আছে কি না, তা তোমার ভেবে দেখা দরকার।

নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তোমাকে যার কাছে পাঠিয়েছিল, তার নাম ***ব্যবস্থা-অনুগত;*** সে এক দাসীর পুত্র (গালাতীয় ৪:২-২৭ দেখুন)। যারা নিজের ধর্ম-কর্ম ও ঈশ্বরের বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণের চেষ্টা করে, তারা দাসীর ছেলের মত। কিন্তু যারা খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করে, প্রেমবশত ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করে, তারা স্বাধীনা স্ত্রীর পুত্রের মত। সেই দাসী তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে দাসত্বে রয়েছে, এবং এই যে সীনয় পর্বত মাথায় পড়বে বলে ভয় পেয়েছিলে, এ পর্বত সেই পর্বত। এখন যে নারী সন্তান-সন্ততি নিয়ে দাসত্ব

করছে, তার সন্তানদের দ্বারা মুক্তিলাভের আশা করা বৃথা। তাই বলি, এই বোঝার দায় থেকে তোমাকে মুক্ত করা ***ব্যবস্থা-অনুগতের*** সাধ্য নয়। এখনও পর্যন্ত কেউ তার দ্বারা ভারমুক্ত হয়নি, আর কখনও হবেও না। কেননা "বিধান সম্মত কর্মের ফলে কোন মানুষই ধার্মিক গণ্য হয় না" (গালাতীয় ২:১৬)। অতএব, ***জাগতিক-মনা*** মিথ্যাবাদী ও ***ব্যবস্থা-অনুগত*** প্রবঞ্চ ক; আবার তার পুত্র ***শিষ্টাচার,*** দেখতে সুন্দর হলেও দারুণ ধোঁকাবাজ। তার সাধ্য কী যে তোমার উপকার করে? সুতরাং, আমার কথা শোন, এই মূর্খ লোকেরা যত কথা বলেছে, তাতে কোন সত্যই নেই;কিন্তু আমি তোমাকে যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তা থেকে কোন মতে ফিরিয়ে এনে তোমাকে পরিত্রাণরূপ ধন থেকে বঞ্চি ত করাই তাদের উদ্দেশ্য।

এই বলে ***সুসমাচার প্রচারক*** তার কথা দৃঢ় করবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আকাশ থেকে প্রমাণ চাইলেন;আর অমনি উপরের পর্বত শিখর থেকে আকাশবাণী ও আগুন নেমে এল, বেচারা ***খ্রীষ্টিয়ান*** তো ভয়ে শিউরে উঠল। আকাশবাণীতে বলা হয়েছিল, যারা ব্যবস্থা নির্দেশিত কর্ম দ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে চায়, তাদের উপর নেমে আসবে অভিশাপ। শাস্ত্রে আছে, "ব্যবস্থাগ্রন্থে লেখা সমস্ত নির্দেশ যে পালন করে না, সে হবে অভিশপ্ত" (গালাতীয় ৩:১০)।

এতক্ষণে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বুঝতে পারল, এ বার মৃত্যু নিশ্চি ত;তাই উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে লাগল, "হায়, হায়, কী কুক্ষণেই না ***জাগতিক-মনার*** সঙ্গে দেখা হয়েছিল;আর আমিও এমন বোকা যে, তার কথা মেনে নিয়েছিলাম! তার জগৎ সম্বন্ধীয় পরামর্শ শুনে, সঠিক পথ ছেড়ে বিপথে চলে এসেছিলাম! ধিক্ আমাকে!"

তার পর ***সুসমাচার প্রচারকের*** কাছে আবার সাহায্য প্রার্থনা করে বলল, "আপনার কি মনে হয়, আমার আর কোন আশা আছে? আর কি কখনও সেই ছোট দরজায় যেতে পারব? যদি যেতে পারি, তা হলে, এই ভুল ও দুষ্কর্মের জন্য অগ্রাহ্য ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হবে না তো? লোকটার পরামর্শ শুনে কী অন্যায় না করেছি! দুঃখে, ক্ষোভে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার অপরাধ কি ক্ষমা হতে পারে? প্রচারক মশায়, একবার বলুন, আমি এখন কী করি? কোন উপায় কি আছে"?

তখন ***সুসমাচার প্রচারক*** বললেন, "বাপু হে, তোমার পাপ অতি গুরুতর। এতে তুমি দু'ভাবে দোষী হয়েছ;তুমি সঠিক পথ ত্যাগ করেছ এবং নিষিদ্ধ পথে গিয়েছ। তবুও ঐ ছোট দরজায় যিনি থাকেন, তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন;কারণ তিনি সব সময় মানুষের মঙ্গল চান। কিন্তু সাবধান থেকো;এ পথ যেন আর পরিত্যাগ কোরো না, পাছে বিনষ্ট হও" (গীত. ২: ১২)।